এক পাজী ডাইনোসর

মূল: এমা লেবর্ন

অনুবাদ: সুমনা মঞ্জুর

প্র কা শ ন

এক পকেট ডাইনোসর
এমা লেবর্ন
অনুবাদ: সুমনা মঞ্জুর
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: হেলাল সম্রাট

প্রকাশক: দ্যু প্রকাশন
২৭৪/২ শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সরণি, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫
প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৪২৯, ফেব্রুয়ারি ২০২৩

Ek Pocket Dinosaur
[A BUNDLE OF DINOSAURS]
The Kids Stories About Dinosaurs by Emma Laybourn
Translated by Sumona Manzur
Illustrated & Cover Designed by Helal Samrat
First Published: February 2023 by Dyu Publication
274/2 S J Jahanara Imam Sarani, Elephant Road, Dhaka 1205

www.dyu.com.bd
+88 09606 033393
ISBN [Paperback]: 978-984-96539-9-8
ISBN [Hardback]: 978-984-97364-4-8

Printed & Bound in Bangladesh

মাটিকাঁপানিয়া ৭
এলি আর আরঘ্! ২০
মারকুটেদের রাজা ৩৫
বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসর ৫৭

মাটিকাঁপানিয়া

প্রথম পর্ব

বুম...বুম...বুম...

কেঁপে উঠল মাটি। গাছের পাতাগুলো ঝরতে লাগল ব্রেন্ডার সাজানো ঘরখানার উপর। নিজের ঘরখানা পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখেছিল এই মা ইগুয়ানডন। ঝাঁকুনি খেয়ে ডিমগুলো সবে গড়াতে শুরু করেছে, পায়ের নখ দিয়ে তাদের শান্ত করল সে।

'হল কি আজ দুনিয়াটার?' মনে মনে ভাবছিল সে।

'বুম...বুম...'

ততক্ষণে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সামনে হাজির ব্রেন্ডার দেখা গোটা দুনিয়ার সবচাইতে বড় ডাইনোসরটি। মনে হল যেন দুই পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বিশাল ছেয়ে-রঙা পাহাড়। ইয়া লম্বা তার গলা, আর ইয়া লম্বা তার লেজ।

‘কে হে তুমি?’ জানতে চাইল ব্রেন্ডা।

লম্বা গলাখানি সাপের মত মা ইগুয়ানডনটার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। ছোট্ট মাথায় বসানো দুর্বল চোখ দুটি দিয়ে যেন ঠাওর করার চেষ্টা করল তাকে। তারপর অতিকায় সেই ডাইনোসরটা প্রায় অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, ‘আমি হলাম গিয়ে কিনা, ‘সিসমোসরাস, এখানে থাকব বলে এসেছি।’ এতটা নিচুস্বরে বলল সে, এতটাই আস্তে যে প্রায় শোনাই গেল না ঠিক মত।

‘সি...সি,’ নামটা উচ্চারণ করার চেষ্টা করছিল ব্রেন্ডা।

‘মানে হল কিনা মাটিকাঁপানিয়া,’ বলল ডাইনোসরটি, ‘তবে তুমি আমায় সিজো বলে ডাকতে পার, যদি তোমার সেটা সহজ মনে হয়।’

‘সে না-হয় ডাকলাম, কিন্তু সিজো দয়া করে হাঁটার সময় একটু আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটো, মানে কি না পা টিপে।’

‘তা যেমন তুমি বলছ,’ ফিসফিস করে বলল ডাইনোসরটি। এরপর যেই না দু’কদম পা ফেলেছে, ‘বুম...বুম।’

এবার গাছ থেকে ঝুপঝাপ মাটিতে পড়তে লাগল টেরানোডনগুলো, আতঙ্কে দিশাহারা একদল হ্যাডরোসরাস ক্রমাগত ভেঁপু বাজাতে লাগল।

এদিকে জর্জ নামে এক বৃদ্ধ ট্রাইসেরাটপস শেষটায় দেখতে চলে এল হচ্ছেটা কী এখানে। 'চেঁচামেচির চোটে দু'দণ্ড যে ঘুমাব সে জো নেই,' বিড়বিড় করল সে।

'সিজো এসেছে কিনা,' বলল ব্রেন্ডা, 'ইয়ে... মানে...ওর পায়ের পাতা দুটো কিঞ্চিত ভারী।'

'তাই বলে তুমি কি বাছা একটু পা টিপেও হাঁটতে পার না,' বলল জর্জ?

'আমি তো খুব পা টিপে টিপে হাঁটছিলাম,' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল সিজো।

'হুম!' গজগজ করে উঠল জর্জ। 'কী গেঁড়াকল রে বাবা! আশা করি এখানেই থেকে যাওয়ার পায়তারা করছে না ও।'

একথা বলতেই কাকুতি মিনতি শুরু করল সিজো, 'থাকতেই না হয় দিলে আমাকে, সেই কত্ত বছর ধরে একা আছি, আমার বুঝি ইচ্ছে হয় না ডাইনোসরদের সাথে থাকি।'

‘তা, একটিবার সুযোগ দাও ওকে,’ কোমল কণ্ঠে ব্রেন্ডা বলল, ‘দেখতেই পাচ্ছ নেহায়েত নিরামিষভোজী ও। আমাদের কাউকে কখনোই খাবে না ও—খাবে কখনও, বলো সিজো?’

মাথা নাড়াল সিজো। ‘না গো না, আমি তো শুধু খাব গাছের সবচাইতে উঁচুতে থাকা পাতাগুলো, যেগুলো এমনিতেই তোমাদের নাগালের বাইরে,’ ফিসফিস করে বলল সিজো।

‘হুম! ঠিক আছে, থাকতে চাইলে থাকতে পার এখানে,’ অনুমতি দিল জর্জ। ‘কিন্তু পা টিপে হাঁটবে বৈ নয়!’

দ্বিতীয় পর্ব

সিজো থাকতে শুরু করল তার নতুন বাড়িতে। অন্যান্য ডাইনোসরদেরও বেশ ভাল লাগল তার। কিন্তু হলে কি হবে সিজো তখনও সত্যিকার অর্থে সুখি ছিল না। সারাটাক্ষণ তাকে জোরে আওয়াজ করা নিয়ে ভাবনায় থাকতে হত। সে যদি সাধ্যমত নিঃশব্দে হাঁটার চেষ্টা চালাত, তবু তার একটি ছোট্ট কদমেই কাঁপতে শুরু করত মাটি। আর তখনই অন্যান্য ডাইনোসররা তাদের কানে আঙুল গুজে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠত।

এলি আর আরঘ্!

প্রতিযোগিতায় নামল চারটি বাচ্চা ডাইনোসর। একে ঠিক দৌড় প্রতিযোগিতা বলা চলে না। কী করে দৌড়ুবে বলো? ডাইনোসর এঙ্কিলসোরাসদের গায়ে যে রয়েছে ভারী হাড়ের বর্ম! সেই ভারি বর্মখানা নিয়ে তারা বড়জোর হেলতে দুলতে পারে।

তবে হেলেদুলে কে আগে যেতে পারে সেটাই পরখ করে দেখা। এলি মনে মনে ঠিক করেছিল তিন ভাইকে আজ সে হারিয়ে দেবে। হলোও তাই, সবার আগে নদীর কাছে পৌঁছুল সে। পৌঁছেই খুশিতে চিৎকার করে উঠল, 'আমি জিতেছি!' বিজয়ের আনন্দে লেজ নাড়াল কয়েকবার। 'উহ্', 'উহ্', 'উহ্' পেছন থেকে কঁকিয়ে উঠল এলির তিন ভাই। পেছনে ফিরে এলি দেখে, তিন ভাই তার মাটিতে লুটিয়ে আছে। 'হল কী তোমাদের,' জানতে চাইল এলি।

‘তোমার লেজ হল...,’ কোঁকাতে কোঁকাতে বলল লেনি।

‘আবার লেজ নাড়িয়েছ তুমি,’ গোঙাল কেনি।

‘তোমার ওই লেজটা আমাদের ছিটকে ফেলে দিল।’ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল বেনি।

‘আমার লেজ তোমাদের ছিটকে ফেলেছে?’ এলি নিশ্চিত ছিল তার লেজ এমন কিছু করতেই পারে না। তবুও আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে লেজটাকে নাড়াল।

‘না-না-না, লেজ নাড়িয়ো না!’ সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল তিন ভাই।

‘কেন গো? আমার লেজ কী দোষ করল?’

‘না-না, কোনো দোষ করেনি, খাসা লেজ তোমার,’ বলল কেনি।

‘শুধু কি না আমাদেরগুলোর মত নয়,’ বেনি বলল।

‘তোমার লেজের আগায় বড় একটা খুড় আছে,’ লেনি বলল।

এলি তার ভাই তিনটির লেজের দিকে তাকাল। সেগুলো ছিল পাতলা ও আগার দিকটা সূচালো—একদম এলির মা-বাবার লেজের মত। মাথাখানা ঘুরিয়ে

নিজের লেজটা দেখার চেষ্টা করল এলি। কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে ভালভাবে দেখা সম্ভব হল না। 'আমার তো লেজটাকে ঠিকঠাকই মনে হল।'

'ঠিকঠাক বৈকি' লেনি বলল।' 'শুধু কি না, একটু বিশেষ প্রকৃতির, একটু খাপছাড়া,' কোঁকাল সে।

'এটাকে নাড়া দিও না, তাহলেই হবে,' মিনতি করল বেনি।

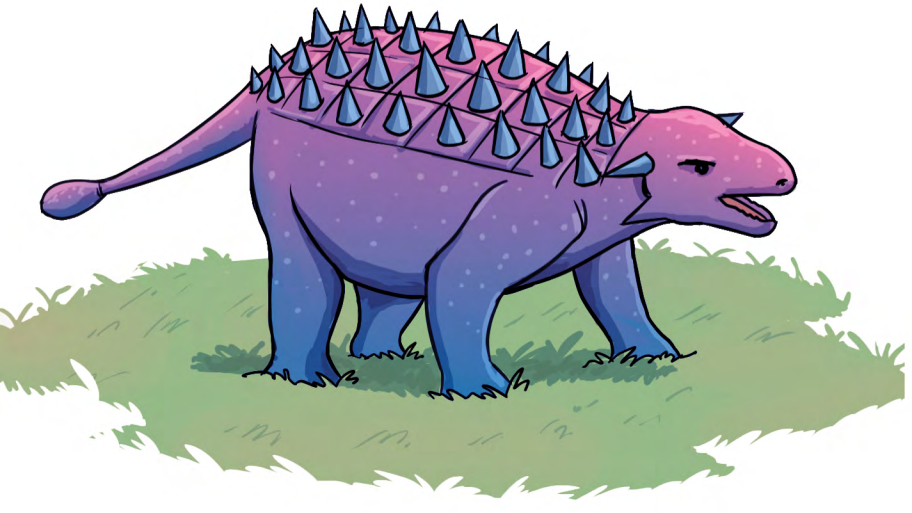

মারকুটেদের রাজা

প্রথম পর্ব

'ভাগো! ও আসছে! ভাগো!' থপথপিয়ে একটা স্টেগোসরাস গাছের ডাল সরিয়ে ছুটছে আর আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে। 'জীবন থাকতে পালাও!' এ কথা বলেই প্রাণপনে ছুটতে লাগল কম্পসোগনাথাস। 'পালাও! পালাও!' প্রায় পদদলিত হওয়ার জোগাড় এক দল হ্যাডরোসরাস আতঙ্কে ভেঁপু বাজাতে লাগল। একমাত্র ছোট্ট বাদামী লিজার্ড লীলাকে দেখা গেল এক চুলও না নড়ে বিলের ধারে এক পাথরে বসে রোদ পোহাতে। একখানা ঘুম ঘুম চোখ খানিকটা খুলে সে তাকিয়ে দেখল আতঙ্কিত ডাইনোসরেরা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটছে।

'কে আসছে?' জানতে চাইল সে।

'রাজা, মারকুটেদের রাজা!' হাঁপাতে হাঁপাতে এক হ্যাডরোসরাস বলল, 'জান থাকতে পালাও!'

লীলা দৌড়াল না, শুধু একবার হাই তুলে আগের মত পাথরে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত যেতেই, সে ভারী পায়ের আওয়াজ পেল। গাছগুলো কড়কড় শব্দে উপড়ে পড়ল, আর তাদের ডালগুলো সব মটমট করে খড়ের মত গুঁড়িয়ে গেল।

ভয়ঙ্কর গর্জন করে একটা টাইরোনসরাস রেক্স গাছপালার ভেতর দিয়ে তেড়ে এসে দু'পা গেঁথে দাঁড়াল বিলের পাড়ে। পানির বাইরে পা রেখে সে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখল খাওয়ার মত কিছু পাওয়া যায় কি না। একমাত্র ছোট্ট বাদামি লিজার্ড লীলাকে ছাড়া আর কাউকেই চোখে পড়ল না। বিশাল মাথাটা নিচে নামাল টি-রেক্স, বড় বড় দাঁত দেখাল লীলাকে। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, 'পালাওনি কেন? শুনতে পাওনি যে মারকুটেদের রাজা আসছে।'

'এখানে কোনো মারকুটেদের রাজা-টাজা নেই।' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল লীলা।

মাথা ঝাঁকিয়ে গর্জন করল টি-রেক্স, 'আরে, তুমি বোঝনি তাহলে। এই যে আমি, আমি হলাম টি-রেক্স, মানে মারকুটেদের রাজা।'

উদাস চোখ মেলে লীলা টি-রেক্সের দিকে তাকাল। একটা বিশাল ডাইনোসর কিন্তু বয়স তেমন একটা হয়নি। 'তুমি মোটেও রাজা নও,' বলল সে।

‘আমিই রাজা, আমি আমার সব ভাই-বোনদের চেয়ে আকারে বড়! আমি টি-রেক্সদের রাজা।’

‘হলোই-বা, তাতে কি এসে যায়?’ বলল লীলা।

‘কি এসে যায়! শোন হে, রেক্স শব্দের মানেও রাজা। তাই আমি হলাম গিয়ে রাজার রাজা, এই আমার পরিচয়! এবার হে নগণ্য গ্রাস আমার পেটের ভেতরে ঢোকার জন্য প্রস্তুত হও!’